প্রেসক্রিপশন

বেশি বয়সে ছানি

আমলকী, পেয়ারা, টম্যাটো, গাজর এবং সবুজ-শাকসবজি যত বেশি খাবেন ততই চোখের দৃষ্টিশক্তিজনিত অসুখ কম হবে। প্রয়াত মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের মতো বয়সে গিয়ে যদি দু'চোখেই ছানি বা নানা অসুখ হয়। তবে তার চিকিৎসাই বা কী? জানিয়েছেন দুই চক্ষু বিশেষজ্ঞ **ডাঃ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়** ও **ডাঃ পঙ্কজ রূপাহুলিহা**। লিখেছেন **কৃষ্ণকুমার দাস**

ডাঃ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

ডাঃ পঙ্কজ রূপাহুলিহা

শেষকৃত্যের আগেও অবিকৃত ছিল সেই চাহনি। মরাল গ্রীবার সঙ্গে অন্তর্ভেদী কাজল নয়না চোখের টানে হারিয়ে যেতে পারত অজস্র পুরুষ। কিন্তু বয়সের কারণেই তাঁর চোখের দৃষ্টি কমে গিয়েছিল। সম্ভবত শরীরে 'অক্সিডিটি স্ট্রেস'-এর প্রভাবে দু'চোখে ছানি পড়েছিল। বয়স ৮৩ হওয়ায় শরীর একটু ভারী, চুলের রং বদলে গেলেও অবিকৃত দু'চোখই বলে দিত তিনিই মহানায়িকা সুচিত্রা সেন। বলছেন মহানায়িকার ছানি পরীক্ষা করা বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকরা।

ভয় ছিল চোখে ছুরি-কাঁচি চালালে নষ্ট হয়ে যেতে পারে চিরন্তন সৌন্দর্য। তাই চিকিৎসক ও পরিজনের পরামর্শ উপেক্ষা করেই তিনি ছানির অস্ত্রোপচারে রাজি ছিলেন না। ছেলেবেলা থেকেই রমা ওরফে সুচিত্রা সেন চোখ দুটোকে যত্নে রাখতেন। সবসময় চোখে কালো সানগ্লাস থাকত। কিন্তু এবার হাসপাতালে ভর্তির সুযোগ নিয়ে পরিজনরা ছানি সরানোর উদ্যোগ নেন। গত ২৯ ডিসেম্বর ছুটির দিনে অত্যন্ত গোপনে মহানায়িকার চক্ষু পরীক্ষা হয় বেলভিউ-এর প্রিয়ংবদা বিড়লা অরবিন্দ আই হসপিটালে। বিশেষ ড্রপ দিয়ে ২৫ মিনিট পরে কর্নিয়া বড় করে চোখের ভিতরের রক্ত চলাচল ও 'অডিটরি-নার্ভ'-এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করেছিলেন ডাক্তাররা। চিকিৎসকরা দেখেন, সপ্তপদী'র রিনা ব্রাউন-এর সেই বিখ্যাত চোখ দু'টিতে ছানি পড়া ছাড়া অন্য সবকিছুই ছিল প্রায় অবিকৃত। উল্টে আশি পার হওয়া মহানায়িকার চোখ স্বাভাবিক থাকায় বিস্মিত হয়েছিলেন অনেক চিকিৎসকই। তবে অডিটরি-নার্ভ-এর মাধ্যমে টেনশন-উদ্দীপনা মস্তিস্কে পৌঁছানোয় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় শেষপর্যন্ত ছানি অপারেশন হয়নি। ৩০ ডিসেম্বর দিন থাকলেও ডাক্তারাও ৮৩ ছোঁয়া মহানায়িকার চোখে ফেকো সার্জারি করার ঝুঁকি নেননি। অবশ্য প্রকাশ্যে কোনও চিকিৎসকই জানাননি, মহানায়িকার চোখে সেদিন তাঁরা কী কী দেখেছেন।

ছানি কী কারণে ভারতীয় উপমহাদেশে বেশি হয়? একটু বেশি বয়সে অর্থাৎ ৭০/৮০ বছরে ছানি কীভাবে হয়? অর্থাৎ প্রয়াত মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের বয়সি মানুষের চোখে ঠিক কী কারণে ছানি হয়? হলেই বা তার প্রতিকার এবং চিকিৎসা কী কী?

ইউরোপ বা আমেরিকার চেয়ে ভারতীয় অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাসিন্দাদের চোখে বেশি ছানি হয়। উত্তর গোলার্ধের চেয়ে দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের অনেক কাছে। তাই 'আলট্রা-ভায়োলেট রে' অর্থাৎ অতি বেগুনি রশ্মি অনেক বেশি পরিমাণে চোখে প্রবেশ করে। এটাই ছানির অন্যতম কারণ। তাই যাঁরা দিনের আলোয় মাঠে-ঘাটে কাজ করেন তাঁদের তুলনায় অফিসে কর্মরতদের চোখে ছানি কম পড়ে। সমীক্ষা বলছে, ছানি অপারেশনের মোট রোগীর মধ্যে অফিসে কর্মরতদের ১০ শতাংশ, কিন্তু কৃষক-মজুরের ছানি আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ শতাংশ। যাঁরা কম্পিউটারে বেশি

সময় কাজ করেন, প্রচুর পড়াশোনা করেন তাঁদের দৃষ্টিশক্তির সমস্যা হতে পারে কিন্তু ছানি সহজে পড়ে না। প্রিয়ংবদা বিড়লা অরবিন্দ আই হসপিটালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়,"ছানি অপসারণ করতে অস্ত্রোপচারই মূল প্রক্রিয়া ও চিকিৎসা। বর্তমানে ফেকো এবং নর্মাল অস্ত্রোপচার দুই-ই চলছে। ফেকো অপারেশনে কোনও সেলাই লাগে না। ক্ষুদ্র ছিদ্র করে স্বাভাবিক লেন্স বের করে কৃত্রিম লেন্স বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে।" লেসার সার্জারির বিষয়টি এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণার স্তরে রয়েছে। খরচসাপেক্ষ বলেও মন্তব্য করেন ডাঃ চট্টোপাধ্যায়। চশমার ফ্রেমের মতো লেন্সের দাম একশো থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত চলছে।

এতদিন ধরে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ছিল পেকে গেলে তবেই ছানি অপারেশ করার। কিন্তু চিকিৎসকরা বলছেন, সামান্য ছানি হলে সঙ্গে সঙ্গেই অস্ত্রোপচার করা উচিত। না হলে চোখের দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সল্টলেকের রোটারি নারায়ণ নেত্রালয়ের মুখ্য অপথালমিস্ট ডাঃ পঙ্কজ রূপাহুলিহা বলেন, "ছানি বেশিদিন থাকলে গ্লুকোমা হয়ে যেতে পারে। যখনই চোখে দৃষ্টিশক্তি কমে আসবে তখনই দেখতে হবে ঠিক কী কারণে সমস্যা। চোখের এক্সরে, স্ক্যান ও অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা জরুরি।"

কিন্তু ছানি সৃষ্টির কারণ হিসাবে অক্সিডিটি-স্ট্রেস ছাড়াও ডি-হাইড্রেশন এবং শিশুদের ক্ষেত্রে রুবেলা অসুখও যথেষ্ট দায়ী। ডাঃ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলছেন, "বড় ধরনের এবং বেশিদিন ধরে হওয়া ডায়েরিয়াও চোখে ছানি তৈরি করতে পারে।" তবে ছানি ছাড়াও ৭০-৮০ বছর বয়সের মানুষের চোখের পর্দার অসুখও হতে পারে। প্রথমটি, চোখের পর্দায় রক্তক্ষরণ হতে পারে। এই ক্ষরণটি চোখের গ্রন্থি থেকেও হতে পারে। দ্বিতীয় হল, চোখের পর্দা শুকিয়ে যাওয়া। দু'ধরনের অসুখই নিরাময়ের জন্য ইঞ্জেকশন ছাড়াও ভিটামিন সি ও ই খাওয়ার উপর জোর দেন চিকিৎসকরা। তবে চোখের পর্দার অসুখ নিরাময়ে কলকাতার সমস্ত বড় হাসপাতালেই জিন-থেরাপি চিকিৎসা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে রোগীকে 'টেলিস্কোপিক' ধরনের বিশেষ চশমা দেওয়া হয়। রোটারি নারায়ণ নেত্রালয়ের মুখ্য অপথালমিস্ট ডাঃ পঙ্কজ রূপাহুলিহা জানিয়েছেন, "বয়স্কদের ছানি বা চোখের সমস্যা বেশি হওয়ার মূল কারণ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বেশি পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করালে চোখের সমস্যা কমবে।"

যোগাযোগ : রোটারি নারায়ণ নেত্রালয়
৯৮৩১৭১৮০০০
ডাঃ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
৮৪২০০০৮০০০